তারিখ 15 JAN 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

শক্তিকে পরাজয় শিকার করতে হয়েছিলো। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ছিলো আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ছাত্রদের পদভারে মাটি কাঁপতো। লক্ষ ছিলো এক ও অভিন্ন। শোষণমুক্ত সমাজ চাই, চাই স্বাধীনতা। ছাত্র ইউনিয়ন-ও ছাত্রলীগের সংগঠিত শক্তির কাছে আন্দোলন হয়ে উঠেছিলো সুসংগঠিত। '৭১-এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা ছিলো ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগ।

'৯২-তে আবার স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। '৭৫-এর পরবর্তী সময় গুলোতে এ শক্তি নানাভাবে সরকার প্রধানদের অনুকূলে পূনর্বাসিত ও সংগঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে। '৯২-তে এ সংগঠিত শক্তি নিয়ে সরাসরি আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় আঘাত করবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। এ অপশক্তি কোনোভাবেই জাতির অগ্রগতি ও স্বাধীনতাকে সুসংহত করার জন্য শুভ নয়। অতীত অভিজ্ঞতা থেকেই আমরা দেখেছি ওরা মানবতার শত্রু, কল্যান ও অগ্রগতির শত্রু, অসাম্প্রদায়িকতার শত্রু, যা কখনও দেশ ও দেশের মানুষের মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা। বিগত এক বছরের আলামতে এ ধারণাই স্পষ্ট হয়েছে।

'৯১-তে নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উন্নয়নের কাজে সহযোগিতা দেবার জন্য দেশের মানুষ প্রস্তুত ছিলো। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য একযোগে সকলে কাজ করবে— ঠিক এ রকম একটি সময়ে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি কৌশলে দাবার গুটি মেরে বসলো-- আশা ভঙ্গের বেদনায় এদেশের মানুষ আবারও সংগ্রাম আর আন্দোলনকে বেছে নিতে বাধ্য হলো। এ সংগ্রাম স্বাধীনতা পক্ষের আর বিপক্ষের সংগ্রাম। '৭০, '৭১-এর সংগ্রাম ছিলো স্বাধীনতার পক্ষ আর বিপক্ষের। '৯২-তে এ দেশের মানুষ স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির সঙ্গে আরেক আন্দোলনের যাত্রা শুরু করেছে। '৯৩-তে এবার চূড়ান্তভাবে ঠিক করে নিতে হবে কারা স্বাধীনতার পক্ষের, কারা বিপক্ষের। বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হলে পূর্বের ঐতিহ্যকে রক্ষা করে আবারও ছাত্র সমাজকে আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগ্রামী ঐতিহ্যের গাঁথা চিরকাল এদেশের মানুষ স্মরণ করবে। পাকিস্তানী আমলেও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের কাছে এনএসএফকে কোনঠাসা হতে হয়েছিলো। '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০ ও '৭১-এর প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতির কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসএফ কোনো সুবিধা করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সে ঐতিহ্যকে ধারণ করে রাখতে চেষ্টা করেছে। '৯০-এর অভ্যুত্থান-এর আরেক বড়ো প্রমাণ। পক্ষান্তরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের কর্মকান্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র শিক্ষকরা জিম্মি হয়ে আছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ক্ষুদ্র কসাই খানায় পরিণত হয়েছে।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের লড়াইতে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর ঐতিহ্যশালী ভূমিকা দেশের মানুষের আশা ও ভরসার স্থল। শিবির, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী, স্বাধীনতার বিপক্ষ ছাত্র শক্তিকে প্রতিহত করতে হলে স্বাধীনতা পক্ষের ছাত্র সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

একথা সত্য--বর্তমানে রাজনীতিতে তিনটি ধারা প্রবহমান- (১) স্বাধীনতা পক্ষের, (২) স্বাধীনতা পক্ষ ও বিপক্ষের মিলিত শক্তি, (৩) স্বাধীনতা বিপক্ষের। ত্রিমুখী ধারায় সংসদ কার্যকর ও অর্থবহ হয়ে উঠছে না। কার্যতঃ দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারার মিশ্রণে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিই দেশের উন্নয়ন, গণতন্ত্রের সঠিক রূপায়ণ, বিভিন্ন শ্রেণীর পেশা ও দাবীর সমস্যা সমাধানে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশকে গড়ে তোলা দূরে থাকুক-বরং যেটুকু চেতনা জাতীয় অগ্রগতির সম্বল-সেটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে। বিপক্ষ শক্তির কালো ছায়ায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিলীন হয়ে যাচ্ছে। দিনে দিনে নানা ষড়যন্ত্র ও কৌশলে বিপক্ষ শক্তি ক্ষমতাবান হয়ে উঠছে। দেশের এ সঙ্কটজনক অবস্থায় দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্থবিরতাকে মোকাবেলা করার জন্য কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার তখন-ই উপযুক্ত সময়। চিহ্নিত করতে হবে কে স্বাধীনতা পক্ষের কে বিপক্ষের। '৭০, '৭১-এর মতো এবারের লড়াই স্বাধীনতা বিপক্ষ ও পক্ষের লড়াই। অতীতের লড়াইতে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি যেমন পরাভূত হয়েছে- এবারও প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে তা সম্ভব। এ সম্ভাব্য পূর্বের মতো এবারও ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো অর্জন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেলো। ছাত্র ইউনিয়নের ২২তম সম্মেলনে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি ও কর্মী সমাবেশ আশা করছিলাম। আশা করেছিলাম প্রাক্তন কর্মী, শুভানুধ্যায়ী, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ আরো অনেকের উপস্থিতি। পুরানো এবং নতুনের মিলনে আজকের কর্মী ও নেতাদের মধ্যে জাগবে আরো প্রত্যয় আরো বিশ্বাস। এ কথা সত্য স্বাধীনতা পক্ষ ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অনেক সঙ্কট ও দ্বন্দ্ব বিরাজমান। ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো সে প্রভাব থেকে মুক্ত হবে কেমন করে। সঙ্কট বা দ্বন্দ্ব কখনও কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারেনা। স্বাধীনতা পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির লড়াইতে সকল সঙ্কটকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে প্রকারান্তরে ক্ষতিটা আমাদেরই।

সেদিন টিএসসি'র চত্বরে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিলো সময়ের প্রয়োজনে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়েছিলো- আজকেও সময়ের প্রয়োজন মিটে যায়নি। দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলতে হলে ছাত্র ইউনিয়নকে আরো অনেক দূর যেতে হবে। যেতে হবে এ দেশের প্রগতিশীল সকল ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলোর। সময়ের দাবীতে ছাত্র রাজনৈতিক দলগুলো আবার জেগে উঠবে, উঠতেই হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অপশক্তির জিম্মি হবেনা, কসাই খানায় পরিণত হবেনা— এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

পান্না কায়সার : লেখক, সভানেত্রী বাংলাদেশ উদীচী শিল্পী গোষ্ঠী ও খেলাঘর।